গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: **স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ**

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

১	২		৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম		সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
০১.	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা	সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ভর্তির আবেদনের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হতো । বর্ণিত নীতিমালার বিধান অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদনসমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের মার্কস সমতাকরণ সম্পন্ন করার পর যোগ্য (Eligible) শিক্ষার্থীগণ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা প্রতিপালনে ব্যত্যয়, মার্কস সমতাকরণ ব্যতীত বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অনৈতিক তদবিরসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের উদ্ভব ঘটতো।	কার্যকর আছে	বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন হার্ড কপির পাশাপাশি অনলাইনে গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সরকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইনে এন্ট্রি/আবেদন না করে কোনো শিক্ষার্থী মার্কস সমতাকরণ ব্যতীত সরাসরি কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে না পারায় দালালচক্রের অপতৎপরতা বন্ধ করা সহজ হয়েছে। ভর্তির আবেদন প্রেরণ ব্যতীত বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কথিত ডি.ও. লেটারসহ সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির অনৈতিক	সেবার লিংক	

			উদ্ভাবনী ধারণা: স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' সংশোধন করে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০১২' প্রণয়নপূর্বক বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় : "১০.২ সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তির জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারির পর স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্ধারিত অনলাইন প্লাটফর্মে আবেদন করিবে। অতঃপর অনলাইন আবেদনের একটি প্রিন্টেড কপি এবং নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের সনদপত্র ও নম্বরপত্রের প্রত্যায়িত কপিসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ করিবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত আবেদনসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আবেদনগুলো স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে এবং একটি তালিকা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করিবে।" সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন হার্ড কপির পাশাপাশি অনলাইনে গ্রহণের লক্ষ্যে 'www.dgme.gov.bd' পোর্টালে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তির আবেদন অনলাইনে দাখিল করে তার প্রিন্টেড কপিসহ হার্ড কপি দাখিল করতে হবে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির সার্কুলারে অনলাইনে আবেদন দাখিলের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।		তদ্বিরের বিদ্যমান প্রবণতাও রোধ করা সম্ভব হয়েছে।		

০২.	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত সেবার নাম	(ক) দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য সরকারি চিকিৎসকদের ‘প্রেষণ মঞ্জুর সেবা’ সহজীকরণ	পূর্বে সরকারি চিকিৎসকগণ দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ মঞ্জুরের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্ব স্ব অধিদপ্তরে প্রেরণ করতেন। একজন চিকিৎসককে তার কর্মস্থল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে তার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে আবেদন প্রেরণ করতে হতো। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করতো। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরিত আবেদনগুলো প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য নথিতে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে প্রেষণ আবেদন মঞ্জুর/নামঞ্জুর করা হতো। এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রেষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসককে অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হতো। প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অনেক সময় কোর্স শুরু হওয়ার ২/৩ মাস পর জি.ও. জারি করা হতো। ফলে শিক্ষার্থীগণকে বিলম্বে কোর্সে যোগদান করতে হতো। বর্তমানে চিকিৎসকদের প্রেষণ মঞ্জুরের আবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের HRIS এর মাধ্যমে Online এ গ্রহণ করার ফলে এ সেবাটি আরও সহজতর উপায়ে প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায়, চিকিৎসকদের প্রেষণ মঞ্জুর সেবা সহজীকরণের রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে । উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি চিকিৎসকগণ নির্ধারিত ফরম্যাটে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্সসহ সরাসরি স্ব-স্ব অধিদপ্তরের Web Portal এ আবেদন করতে পারছেন। স্ব-স্ব অধিদপ্তর আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদন যাচাই-বাছাই করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি করে। সেবা সহজীকরণের বর্ণিত প্রক্রিয়াটি প্রাথমিকভাবে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের চিকিৎসকগণের জন্য অনুসৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য চিকিৎসকগণের জন্য অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত হলে একই প্রক্রিয়ায় সেবা সহজীকরণ করা হবে।	কার্যকর আছে	পূর্বে উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত মেডিকেল কলেজ / আইএইচটি/ম্যাটস পর্যায় থেকে প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি হতে ৫টি ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন হতো। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল পর্যায় থেকে আবেদন প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি হতে ৬টি ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন হতো।জেলা পর্যায় ও উপজেলা পর্যায় থেকে প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি হতে যথাক্রমে ৭টি ও ৮টি ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন হতো।বর্তমানে উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি হতে মাত্র ৪টি ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন হয়।এর ফলে ‘প্রেষণ মঞ্জুর সেবা’ স্বল্প সময়ে ও সহজতর উপায়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।	সেবার লিংক	

		(খ) সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সেবা সহজিকরণ	সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পারসোনেল-১ শাখা হতে সেবাটি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও ভ্রমণ (সরকারি অফিসে যাতায়াত) কমানোর উদ্দেশ্য সেবাটি সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা প্রসেস ইনোভেশন কার্যক্রম হিসেবে পরিগণিত। আলোচ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের (প্রসেস ইনোভেশন)-এর আওতায় সেবা প্রদানে কয়েকটি ধাপ কমিয়ে সেবাটির সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ (নতুন) প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়। সরকারি মেডিকেল কলেজ হতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী এ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যায়ে ৭টি ধাপ অতিক্রম করতে হতো। কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর হতে আবেদন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সূত্রিতা দূরীকরণে নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আবেদন সরাসরি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ (অনুলিপি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রেরণ) করা হচ্ছে। পূর্বের প্রসেস ম্যাপ অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর প্রক্রিয়ায় মোট ধাপ সংখ্যা ছিল: ২৮টি, সম্পৃক্ত জনবল ছিল ২৪ জন এবং সময় লাগতো ২৯ দিন। কিন্তু নতুন প্রসস ম্যাপ অনুসারে ধাপ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ২০টি, সম্পৃক্ত জনবল ০৯ জন এবং সময় নির্ধারণ করা হয় ১৮ দিন।	কার্যকর আছে	নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুসারে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্নে সময় সাশ্রয় হচ্ছে, খরচ কম হচ্ছে, ভ্রমণ কম হচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত সেবা প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে বিধায় পদ্ধতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।	সেবার লিংক	

			মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত সেবাটি বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ-এর পরিবর্তে নতুন প্রসেস ম্যাপ (সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ) অনুসরণপূর্বক পরিচালনা করার জন্য এ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক এবং দেশের সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অধ্যক্ষ-কে অনুরোধ করা হয়।				

০৩.	বাস্তবায়িত ডিজিটাইজ কৃত সেবা/আই ডিয়ার নাম	সিটিজেন চার্টার-এর অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় ‘তথ্য প্রদান’ শীর্ষক সেবাটিকে ডিজিটাইজ করণ	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২-এর আওতায় ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত” শীর্ষক কার্যক্রম এর প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিটিজেন চার্টার-এর অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় ‘তথ্য প্রদান’ শীর্ষক সেবাটিকে ডিজিটাইজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটুআই প্রোগ্রাম-এর কারিগরি সহযোগিতায় উক্ত সেবাটিকে ডিজিটাইজ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিটিজেন চার্টারের অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় ‘তথ্য প্রদান’ শীর্ষক সেবাটি ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সেবাগ্রহীতাদের জন্য MyGov Digitization Platform-এ উন্মুক্তকরা হয়।	কার্যকর আছে	‘তথ্য প্রদান’ শীর্ষক সেবাটি সেবাগ্রহীতাদের জন্য MyGov Digitization Platform-এ উন্মুক্ত করার ফলে সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন।	সেবার লিংক	